গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

[ভ্যাট বিভাগ]

সাধারণ আদেশ নং-০৫/মূসক/২০২৬ তারিখ: ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ৭ জুন, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়ঃ অনলাইনে পণ্য বিক্রয় সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর আদায় সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান।

বর্তমানে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশে অনলাইনে পণ্য বিক্রয় সেবাটি খুব দ্রুত জনপ্রিয় হইয়াছে। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ৩২ক এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৮৬-আইন/২০১৯/৪৩-মূসক, তারিখঃ ১৩ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে সেবার কোড S০৯৯.৬০ এর আওতায় "অনলাইনে পণ্য বিক্রয়" সেবার ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী "অনলাইনে পণ্য বিক্রয়" বলিতে অনলাইনে খুচরা বিক্রয় বা মার্কেটপ্লেসকে বুঝাইবে, যেখানে-

(১) 'অনলাইনে খুচরা বিক্রয়' অর্থ ইলেকট্রনিক নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে সেই সকল পণ্য বা সেবার ক্রয়-বিক্রয় যাহা ইতোপূর্বে কোন উৎপাদনকারী বা সেবা প্রদানকারী বা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে মূসক পরিশোধপূর্বক ক্রীত হইয়াছে এবং অনলাইনে খুচরা বিক্রেতা কর্তৃক উক্ত ক্রীত পণ্য, মূসক প্রদানপূর্বক সরবরাহ করা হইবে এবং যেক্ষেত্রে উক্ত অনলাইনে খুচরা বিক্রেতার নিজস্ব কোন বিক্রয়কেন্দ্র নাই;

(২) 'মার্কেটপ্লেস' অর্থ ডিজিটাল কমার্স প্ল্যাটফর্ম যাহাতে এক বা একাধিক বিক্রেতা কর্তৃক তাহাদের পণ্য বা সেবা সম্পর্কিত তথ্যাদি সন্নিবেশ করা হইয়া থাকে এবং উক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে সরবরাহ প্রদান হইয়া থাকে অর্থাৎ, এক্ষেত্রে মার্কেটপ্লেস পরিচালনাকারী ব্যক্তি কর্তৃক কোন পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করা হইবেনা এবং তাহাদের কোন বিক্রয়কেন্দ্র থাকিবেনা।

২। অনলাইনে খুচরা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের Business Process পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ ধরনের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন উৎস হইতে করযোগ্য এবং কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় ধরনের পণ্য সংগ্রহ করিয়া নিজেরা মূলত একটি বিক্রয় মাধ্যম (Sales Channel) হিসেবে কাজ করে গ্রাহক পর্যায়ে পৌঁছে দিয়ে থাকে এবং উক্ত গ্রাহকগণ এই সকল পণ্যের চূড়ান্ত ভোক্তা। অনলাইনে খুচরা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ মূল উৎপাদনকারী/ সরবরাহকারী হইতে করযোগ্য পণ্য মূসক ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক পরিশোধপূর্বক সংগ্রহ করিয়া উক্ত একই মূল্যে চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট সরবরাহ করিলে পুনরায় সম্পূর্ণ পণ্য মূল্যের উপর মূসক পরিশোধ করিতে হইবেনা। কেননা, এক্ষেত্রে দ্বৈত-কর আরোপিত হইয়া যায়। তবে,

Downloaded from www.taxvatpoint.com

এক্ষেত্রে কর পরিশোধের প্রমাণক হিসেবে মূসক চালানপত্র/ট্রেজারি চালানের কপি অনলাইনে খুচরা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের দখলে থাকিতে হইবে।

২খ। "অনলাইনে খুচরা বিক্রয়" প্রতিষ্ঠানের Business Process পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ ধরনের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন উৎস হইতে মূসক পরিশোধপূর্বক (করযোগ্য) এবং মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় ধরনের পণ্য বা সেবা ক্রয় করিয়া ক্রেতার নিকট সরবরাহ করেন। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর তৃতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ (৩) অনুযায়ী ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসকের হার ৭.৫%, যা অনলাইনে খুচরা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পাশাপাশি, আইনের ধারা ১৫ অনুসারে কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত হ্রাসকৃত ভ্যাট হার বা সুনির্দিষ্ট করের পরিবর্তে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ১৫% হারে ভ্যাট পরিশোধ করিতে পারেন। এছাড়া, আইনের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৫) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২১ অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহের পূর্বে নিবন্ধিত/তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) দাখিল করিতে হয়। তদুপরি, আইনের ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ড) অনুযায়ী, সেবা সরবরাহের ক্ষেত্র ব্যতীত উপকরণ-উৎপাদ সহগে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপকরণ বা পণ্যের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২১ অনুযায়ী সেবা সরবরাহকারীদের ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) প্রযোজ্য নয়। যেহেতু, অনলাইনে খুচরা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকৃত পণ্যের সংখ্যা অত্যাধিক তাই অনলাইনে খুচরা পণ্য বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের জন্য উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) ঘোষণা প্রদান কষ্টসাধ্য। উপরোক্ত বিষয়াবলী বিবেচনায়, অনলাইনে খুচরা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনলাইনে পণ্য বিক্রয় সেবার বিপরীতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) দাখিল বাধ্যতামূলক নয়।

৩। "মার্কেটপ্লেস" প্রতিষ্ঠানের Business Process পর্যালোচনায় দেখা যায়, মার্কেটপ্লেস শুধু বিক্রেতা এবং ক্রেতার কেনাকাটা সম্পাদনের ক্ষেত্রে একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করিয়া থাকে। এক্ষেত্রে মার্কেটপ্লেস-এর সরাসরি পণ্যের উৎপাদন, সংগ্রহ, মূল্য নির্ধারণ, বা বিক্রয়ের সঙ্গে কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এই প্রক্রিয়াতে যেহেতু মার্কেটপ্লেস-এর কাছে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর কিংবা পণের বিনিময় হচ্ছে না তাই শুধু মার্কেটপ্লেসের প্রাপ্ত সেবামূল্য বা কমিশন ফি এর উপর ১৫ শতাংশ হারে মূসক পরিশোধ করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, এই সকল প্রতিষ্ঠান প্রথম তফসিলভুক্ত মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য, যেমন: শাকসবজি, মাছ, চাল, ডাল, মাংস ইত্যাদি গ্রাহক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রেও কোনো সেবামূল্য প্রাপ্ত হইলে সেই ক্ষেত্রে উক্ত সেবামূল্যের বিপরীতে ১৫ শতাংশ মূসক প্রযোজ্য হইবে। অধিকন্তু, যেহেতু মার্কেটপ্লেস পরিচালনাকারী ব্যক্তি কর্তৃক কোন পণ্য বা সেবা সরাসরি ভোক্তার নিকট ক্রয় বা বিক্রয় করা হয় না, সেহেতু, মূসক চালানপত্র/ট্রেজারি চালানের কপি অনলাইন মার্কেটপ্লেসে সংরক্ষণ করার বাধ্যবাধকতা নেই। তবে, মার্কেটপ্লেস পরিচালনাকারী কোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট মূসক কর্মকর্তার

Downloaded from www.taxvatpoint.com

চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারী ক্রেতা বা বিক্রেতার লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করিতে আইনত বাধ্য থাকিবেন।

৪। এতদ্‌ব্যতীত, এই সকল প্রতিষ্ঠান প্রথম তফসিলভুক্ত মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য, যেমন: শাকসবজি, মাছ, চাল, ডাল, মাংস ইত্যাদি গ্রাহক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রেও কোনো সেবামূল্য প্রাপ্ত হইলে সেক্ষেত্রেও উক্ত সেবামূল্যের বিপরীতে প্রাপ্ত কমিশনের উপর ১৫ শতাংশ মূসক প্রযোজ্য হইবে। কেননা সরবরাহকৃত পণ্যসমূহ প্রথম তফসিল দ্বারা অব্যাহতি হইলেও "অনলাইনে পণ্য বিক্রয়" সেবা অব্যাহতিপ্রাপ্ত নয় এবং এক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান অনলাইন সেবা সরবরাহ করছে। সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় অনলাইনে পণ্য বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ করযোগ্য কিংবা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত যে কোন ধরনের পণ্যই সরবরাহ করা হউক না কেন, সেবামূল্যের বিপরীতে প্রাপ্ত কমিশনের উপর ১৫ শতাংশ হারে মূসক প্রযোজ্য হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, অনলাইনে পণ্য বিক্রয়কারী কর্তৃক সংগৃহীত পণ্য/সেবার বিপরীতে সরবরাহ গ্রহণ পর্যায়ে প্রযোজ্য মূসক পরিশোধ করা না হইলে উক্ত পণ্য/সেবার বিপরীতে ক্রেতা বা ভোক্তা কর্তৃক প্রদত্ত পণ বা মূল্যের (পণ্য/সেবার মূল্য ও অনলাইন সার্ভিসচার্জ সহ) উপর সংশ্লিষ্ট পণ্য/সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে মূসক আদায়যোগ্য হইবে।

৫। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১১৮ক এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই আদেশ জারি করা হইল এবং ইতোপূর্বে জারীকৃত ব্যাখ্যাপত্র নং-০২/মূসক/২০১৯, তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(মোঃ আজিজুর রহমান)
সদস্য (মূসক নীতি)

Downloaded from www.taxvatpoint.com

Downloaded from www.taxvatpoint.com